বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৫ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৭

পুস্তক সমালোচনা

বইয়ের নাম ঃ "নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন"
লেখক ঃ মতিউর রহমান গাঙ্গালী
সমালোচক ঃ শ্যামল কুমার সেন*

"যে দেশে সংবাদপত্র স্বাধীন
সে দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না" -

এই অমরবাণীটি করেছেন জগৎবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। যিনি শিক্ষা, দর্শন গনিত, দুর্ভিক্ষ নিয়ে গবেষণায় তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছন। সেই অতি পরিচিত ও কাছের মানুষটিকে নিয়ে লেখা 'মতিউর রহমান গাঙ্গালী'র গ্রন্থ হলো -

"নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন"

গ্রন্থটির প্রকাশক জনাব এস. এম. লুৎফর রহমান, কৃষ্টি প্রকাশনা, ৩৮/৪, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। প্রকাশকালঃ একুশে বইমেলা, ১৯৯৯। মূল্যঃ ৬০.০০ টাকা। বইটি সাদা কাগজে ছাপা এবং এর পৃষ্ঠা সংখ্যা আশি। প্রচ্ছদের উপরের অংশে রয়েছে লাল-সবুজ-নীল অক্ষরে লিখিত গ্রন্থটির নাম, আর ঠিক নীচেই পুরোটা জুড়ে রয়েছে অমর্ত্য সেনের চশমা পরিহিত বুদ্ধিদীপ্ত, ব্যক্তিত্বপূর্ণ মুখমন্ডল। প্রচ্ছদ থেকেই আমরা গ্রন্থটির মূল উপজীব্য অনুমান করতে পারি।

বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের জন্ম, শৈশব, পড়াশুনা, গবেষণা কর্ম থেকে শুরু করে সুইডেনের রাজার হাত হতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি, দেশে-বিদেশে তার প্রতিক্রিয়া এবং মানুষের শিক্ষা, দর্শন, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব প্রভৃতি এ গ্রন্থের মূল উপজীব্য।

বইটি অমর্ত্য সেন - এর জীবনের উপর ভিত্তি করে লেখা বিশেষতঃ তাঁর শৈশবকাল, কর্মজীবন, গবেষণা কর্ম, দর্শন চিন্তা, অর্থনীতি চিন্তা, পুরস্কার প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত বিধায় ইহা একটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণযোগ্য। একজন বাঙ্গালী যে তার মেধা, প্রজ্ঞা, চিন্তা, সৃষ্টিশীলতা,

---

* অনুষ্ঠান সংগঠক, বাংলাদেশ বেতার, খুলনা (২৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রশিক্ষনার্থী)

সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্বের বুকে বাঙ্গালী জাতিকে মর্যাদার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। এমন একজন বড় মাপের অর্থনীতিবিদ, দর্শনবিদ বাঙ্গালীর জীবন-কর্মের উপর লিখিত গ্রন্থটি আমাদের আগামী প্রজন্মকে তাঁর পদাংক অনুসরনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে সন্দেহ নেই। এখানেই গ্রন্থটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিহিত।

'মতিউর রহমান গাঞ্জালী' - নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন - গ্রন্থটির লেখক। যিনি একজন কলেজ শিক্ষক, প্রায় দেড় দশক ধরে অধ্যাপনায় নিয়োজিত। জন্ম মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার বাঘাইয়াকান্দি গ্রামে। লেখক ১৯৭৬ সাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত লিখে আসছেন ভিন্নমুখী চিন্তা, চেতনা সমৃদ্ধ প্রবন্ধ ও কলাম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক হয়েও লেখকের অর্থনীতির উপর বিচরণ রয়েছে। জীবনটাই অর্থনীতির ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, তাই রাজনীতি বিজ্ঞান ও ধন বিজ্ঞান মূদ্রার এপিঠ ওপিঠ। সেই সূত্র ধরেই বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্যসেনের জীবন, তাঁর দর্শন, অর্থনীতি চিন্তা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থটি পাঠকের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছেন।

গ্রন্থটিতে লেখক প্রথমেই অমর্ত্য সেনকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর দ্বিতীয় বাঙ্গালী হিসাবে নোবেল পুরস্কার লাভের জন্য লাল গোলাপ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

"নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন" - পুস্তকটি মূলতঃ একটি জীবন কাহিনী ভিত্তিক তথ্যবহুল গ্রন্থ। লেখক শুরুই করেছেন অমর্ত্য সেন - এর জীবনপঞ্জি দিয়ে, যেখানে তাঁর জন্মস্থান, জন্ম তারিখ, ডাক নাম, পিতা-মাতার পরিচয়, ধর্ম, জাতীয়তা, বিবাহ, বর্তমান পেশা, শিক্ষা জীবন, চাকুরী জীবন, ফেলো/অনারারী ডি লিট প্রাপ্তি, তাঁর বিভিন্ন প্রকাশনাসমূহ ইত্যাদি রয়েছে। এ অংশ পাঠ করেই পাঠক এক নজরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে অমর্ত্য সেন - এর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের পরিচয় লাভে সক্ষম হবেন।

এরপর ছোট ছোট উপশিরোণামে অমর্ত্য সেন - এর জীবন ধারার পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা করেছেন লেখক। প্রথমেই "অমর্ত্যের নামকরণ ও রবীন্দ্রনাথ" শিরোণামে অমর্ত্যসেন ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে বলা হয়েছে। ১৯৩৩ সালের ৩ নভেম্বর গুরুপল্লি, শান্তি নিকেতনে অমর্ত্যসেনের জন্ম, তার নামটি রাখেন বিশ্বকবি। সেদিন কবি অমিতা সেন (অমর্ত্যসেনের মা) কে বলেছিলেন - "ছেলের একটা অসাধারণ নাম দিলাম, দেখবি, একদিন ও সত্যিই অসাধারণ হয়ে উঠবে। তবে দেখিস, নামের বানানটি সেন ভুল করিসনে, অমর্ত্য নামের য-ফলাটা ঠিক দিবি কিন্তু।" ১৯৩৩ সালের ৩রা নভেম্বর শান্তি নিকেতনেই ঘটনাটি ঘটে - বিষয়টি 'আজকাল' এবং 'ভোরের কাগজ'

১৭ নভেম্বর'৯৮ইং সংখ্যায়, এবং ডঃ মোহাম্মদ হান্নান সম্পাদিত 'মর্ত্যের অমর্ত্যসেন' গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে বলে লেখক এ গ্রন্থে সংযোজন করেছেন।

অমর্ত্য সেন - এর মা অমিতা সেনের বাড়ি বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামে; বাবা ডঃ আশুতোষ সেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলায়। অমর্ত্য সেনের শৈশব কেটেছে সোনারং গ্রামে এবং মানিকগঞ্জে। পরে ঢাকার একমাত্র ইংরেজী স্কুল 'সেন্ট গ্রেগরি' - তে বেশ ক'বছর পড়ালেখা করেছিলেন দেশ ত্যাগের আগ পর্যন্ত। পঙ্কিল রাজনীতির আঘাতে ছিন্ন হয় বাংলা মায়ের দেহ, দেশ ভাগ হয় ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ছুরিকাঘাতে; তাই বিক্রমপুর, মানিকগঞ্জ, ঢাকা - ত্যাগ করে অমর্ত্য সেন বেড়ে উঠতে থাকেন কলকাতায়। - এই বিষয়গুলি গ্রন্থের "শৈশবের মানিকগঞ্জ ও লারমিনি স্ট্রীট - শিরোণামে উপস্থাপন করা হয়েছে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি অমর্ত্য সেন নিজেকে অনেক কিছুর সাথে জড়িত রাখতেন - ঘুড়ি উড়ানো, ফার্নিচার তৈরী, সাইকেল চড়ে ঘোরাঘুরি, সাঁতার কাটা, বই পড়া, ধাধা তৈরি, পত্রিকা-ম্যাগাজিনে লেখালেখি, নাটকে অভিনয়, আড্ডা দেয়া (যা আজও তার প্রিয়) খেলাধুলায় অংশগ্রহণ প্রভৃতি। এতসব করেও পরীক্ষায় বরাবরই প্রথম হতেন অমর্ত্য সেন। কারণ তিনি ছিলেন প্রচন্ড মনোযোগী ও মেধাবী ছাত্র। রোজকার পড়া রোজ তৈরী করতেন। অমর্ত্য সেন শান্তি নিকেতন থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স পড়েন এবং প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে পড়তে যান ক্যামব্রীজ বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ট্রিপল অনার্স পাশ করে অর্থনীতিতে প্রথম হন এবং পুরস্কার লাভ করেন। পরে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ইচ্ছায় যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে যোগ দেন। এরপর শুধু এগিয়ে যাওয়ার পালা। এর মাঝেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপিকা 'নবনীতা দেবসেনের' সাথে বিবাহ হয় এবং এ বিয়ে ভেঙ্গে গেলে ইতালির মেয়ে 'এভা' কে বিবাহ করেন। কিন্তু এভার মৃত্যুর পর বিবাহ করেন ফ্রান্সের 'এমা' কে যিনি অমর্ত্য সেনের বর্তমান স্ত্রী।

অমর্ত্য সেন বাবা ডঃ আশুতোষ সেনের সান্নিধ্য খুব কমই পেয়েছেন। তাঁর বাবা একজন নিরহংকারী, সৎ ও পন্ডিত মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি গ্রামের বাড়িতে গেলে দরিদ্র মানুষের মাঝে সময় কাটাতেন; গ্রামের সহজ সরল, অশিক্ষিত ও রুগ্ন মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করতেন। ডঃ আশুতোষ সেন আজ নেই কিন্তু তার জগৎ বিখ্যাত পুত্র অমর্ত্য সেন পিতার সেই আদর্শের উপর দাঁড়িয়েই সারা বিশ্বকে জয় করেছেন কল্যাণমুখী অর্থনীতির ভিত্তিভূমিতে। নোবেল কমিটি অমর্ত্য

সেনের গবেষণার যে দিকটির মূল্যায়ণ করেছে - তা অত্যন্ত সহজ ভাষায় লেখক বই এর ৩২নং পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করেছেন।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি সংবাদে অমর্ত্য সেনের, তাঁর মাতার ও তার স্ত্রী এমা'র প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল তা তুলে ধরতে লেখক ভুল করেননি। এছাড়া "অমর্ত্য নামের দ্যুতিঃ বাঙ্গালী লেখক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের চোখে" - এই শিরোণামে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি, দার্শনিক, সমাজ সেবক, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাপ্তাহিকী, সাময়িকী ও ম্যাগাজিনকে দেয়া প্রতিক্রিয়া ও মতামতসমূহ সংকলিত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষানের বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়া 'নিউজ উইক' কে দেয়া সাক্ষাৎকারটি (যা অনুবাদ করেছিলেন সালমা ইয়াসমিন এবং যা প্রকাশ করে ভোরের কাগজ ২রা নভেম্বর'৯৮ তে) বইটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে অমর্ত্য সেন "লিঙ্গ বৈষম্যের সহিংসতাই নারীর প্রকৃত হত্যাকারী" - বলে মন্তব্য করেছিলেন।

গ্রন্থটিতে অমর্ত্য সেনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংবাদ সম্মেলন, সেমিনার ও সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত কিছু বক্তব্যকে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে যা পাঠক সমাজকে তাঁর - দর্শন, দেশচিন্তা, সামাজিক সুরক্ষা, ভূমিসংস্কার, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, দুর্ভিক্ষ ও মানুষের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের পরিচয় দিতে সক্ষম হবে। বইটির শেষ তিনটি উপশিরোনামে রয়েছে সুইডেনের রাজার হাত থেকে পুরস্কর গ্রহণের বর্ণনা, ঐতিহাসিক নিশি আহারের বর্ণনা ও ডঃ অমর্ত্য সেনের ঐতিহাসিক নোবেল ভাষণ - এর উপর সুন্দর ও মনোজ্ঞ উপস্থাপনা - যা পাঠ করলে পাঠকবৃন্দ নোবেল পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের সত্যিকার সাধ গ্রহণ করতে পারবেন।

বইটি মূলতঃ তথ্য প্রদান রীতিতে রচিত। তবে শুধু তথ্য প্রদান নয়, সঙ্গে রয়েছে লেখকের ব্যক্তিগত মতামত ও পত্র-পত্রিকা, সাময়িকীতে প্রকাশিত অমর্ত্য সেন সম্পর্কে শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, দর্শনবিদ, অর্থনীতিবিদদের মতামত ও তথ্যের সংকলন। গ্রন্থটির বর্ণনা তেমন সুবিন্যস্তভাবে ঘটেনি। গঠন বিন্যাস গতানুগতিক, প্রথমেই অমর্ত্য সেনের জীবনপঞ্জি, এরপর বিভিন্ন শিরোণাম ও উপশিরোণামে তথ্যভিত্তিক বর্ণনা রয়েছে।

ছাপানোর ক্ষেত্রে সঠিক স্পেসিং ব্যবহার করা হয়নি এবং Composition - এর ক্ষেত্রে নান্দনিক মান বজায় রাখা হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোপাতা জুড়ে ছাপানোতে অসুন্দর লেগেছে। বাক্যে ব্যবহৃত ভাষা সাবলীল হলেও শব্দ চয়নে ক্ষেত্র বিশেষে বিচক্ষণতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যা লেখাটিকে কিছু সাধারণ মানে নামিয়ে এনেছে।

বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের জীবনীর উপর ভিত্তি করে বাংলায় লেখা গ্রন্থটি যথেষ্ঠ বাহবা পাওয়ার যোগ্য। লেখক অমর্ত্য সেনকে বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সহজ, সুন্দর, সাবলীল ও মনোজ্ঞ বর্ণনায় তুলে ধরতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। যদিও বইটির গঠন বিন্যাস ও মুদ্রনে সামান্য ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে; তথাপি গ্রন্থটি ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী প্রজন্মের কাছে একটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই।

লেখক মতিউর রহমান গাঞ্জালী অমর্ত্য সেনের একজন গুনমুগ্ধ ভক্ত। একজন বাঙ্গালী হিসাবে আর একজন স্বদেশী বাঙ্গালীর কর্মের প্রাপ্তিকে নিজের বলেই মনে করেছেন এবং গর্ববোধ করেছেন। বিশেষ করে লেখকের জন্মভূমিতে অমর্ত্য সেনের প্রানের সূত্রপাত ও জীবনের পথচলা শুরু; তাই তাকে বাঙ্গালী পাঠক সমাজের নিকট নিবিড়ভাবে পরিচয় করাতে লেখকের এ প্রচেষ্টা এবং বলা যায় তিনি (লেখক) এ প্রচেষ্টায় বেশ সফল হয়েছেন।

বাঙ্গালী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয় আমাদের আজও করে পুলকিত, অন্যদিকে অমর্ত্য সেনের নোবেল বিজয় চোখের সামনে সতেজ গোলাপ হয়ে যেন আমাদের ছুঁয়ে যায়, স্পর্শ করে এবং ঘ্রাণ দেয়। রবীন্দ্রনাথের পর অমর্ত্যসেন পর্যন্ত অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে নোবেল পুরস্কার কুড়িয়ে আনতে একজন বাঙ্গালীর, তাই লেখক যথার্থ বলেছেন - "অমর্ত্য সেনের নোবেল পুরস্কার অর্থাৎ জগতের সর্বোচ্চ সম্মানটুকু বাঙ্গালী ভোগ করবে অনন্তকাল।"

লেখকদের জন্য জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা (ইতোপূর্বেকার ষান্মাষিক প্রশাসন সমীক্ষা) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাৎসরিক বাংলা সাময়িকী। প্রতি বাংলা সনের কার্তিক মাসে এ'টি প্রকাশিত হয়। এতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণামূলক নিবন্ধ, গবেষণা টীকা ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়ে থাকে। তবে লোক-প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক লেখা অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

- ❒ লেখা সাদা কাগজে ($১১\frac{১''}{২} \times ৮\frac{১''}{২}$) এক পৃষ্ঠায় ডাবল স্পেসে টাইপ করা হতে হবে;
- ❒ মূল কপিসহ পান্ডুলিপি, তিন প্রস্ত সম্পাদকের বরাবর পাঠাতে হবে;
- ❒ লেখার সাথে আলাদা কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকতে হবে;
- ❒ প্রবন্ধ ৪০ পৃষ্ঠা, টীকা ২০ পৃষ্ঠা ও পুস্তক সমালোচনা ১০ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বাঞ্চনীয় নয়;
- ❒ নিবন্ধে প্রতি পৃষ্ঠার নীচে নম্বরযুক্ত পাদটীকা থাকতে হবে। পাদটীকায় লেখক, গ্রন্থ, স্থান, প্রকাশক, বৎসর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খন্ড ও ইস্যু সংখ্যা, বৎসর ও পৃষ্ঠা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;
- ❒ লেখাটি অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি - এ মর্মে লেখককে লেখা জমা দেয়ার সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে;
- ❒ লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকীর ২ কপি ও প্রবন্ধের ২৫ কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন;
- ❒ মুদ্রিত প্রতি পৃষ্ঠা লেখার জন্য লেখককে ২০০/- টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।

প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং মেসার্স ইছামতি অফসেট প্রেস, ১/১ ডিআইটি রোড, হাজীপাড়া, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার তালিকা

১। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা (ষান্মাষিক বাংলা জার্নাল) টাঃ ২০/-
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা টাঃ ৪০/-

২। Bangladesh Journal of Public Administration
Vol-1, No. 1&2
Vol-2, No. 1&2
Vol-3, No. 1&2 টাঃ ২০/-
Vol-4, No. 1&2 টাঃ ৪০/-
Vol-5, No. 1&2
Vol-6, No. 1&2
Vol-7, No. 1&2

৩। Post Entry Training in Bangladesh Civil Service টাঃ ৪০/-

৪। Career Planning in Bangladesh টাঃ ১২০/-

৫। Sustainability of Higher Agricultural Education in Bangladesh: A Case Study of Gonoshasthaya Kendra টাঃ ৪০/-

৬। Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of RD-1 Project in Bangladesh টাঃ ৪০/-

৭। বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিসে মহিলা টাঃ ১২০/-

৮। Sustainability of Primary Education Project: A Case Study of Universal Primary Education Project in Bangladesh টাঃ ৪০/-

৯। Co-ordination in Public Administration in Bangladesh টাঃ ১০০/-

১০। (ক) Decentralization & People's Participation in Bangladesh (board binding) টাঃ ১৫০/-

(খ) Decentralization & Peple's Participation in Bangladesh (Paper back) টাঃ ১২৫/-

১১। প্রবীন প্রশাসকের অভিজ্ঞতা টাঃ ৭০/-

১২। Social and Administrative Research in Bangladesh টাঃ ৭০/-

১৩। Problems of Municipal Administration টাঃ ২৮/-

১৪। Bangladesh Public and Senior Civil Servants টাঃ ৫০/-

১৫। প্রশাসনের মূলনীতি টাঃ ১৮/-

১৬। অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ টাঃ ৬/৫০

১৭। সরকারী কর্মচারী মহিলা নির্বাহী বিকাশে সমস্যা টাঃ ৬/৫০

১৮। প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি টাঃ ৬/৫০

১৯। Famine Manual টাঃ ৭/-

২০। The Deputy Commissioner in East Pakistan টাঃ ১৬/-

২১। Social Change and Development Administration in South Asia টাঃ ৪৫/-

২২। Hospital Administration টাঃ ১৮/-

২৩। District Administration in Bangladesh টাঃ ২২/-

২৪। Hand Book for the Magistrates টাঃ ১০০/-

২৫। লোক-প্রশাসন সাময়িকী ১ম সংখ্যা-১৫তম সংখ্যা টাঃ ১৫/-

২৬। সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি টাঃ ১২৫/-

২৭। Bureaucracy in Bangladesh Perspective টাঃ ৫০০/-

২৮। Limiting the Rule of State Prescription of the World Bank and the Bangladesh Economy টাঃ ১০০/-

২৯। The Assessment of EL. Nino Impacts and Responses টাঃ ২৫০/-

আরো তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।